দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 7 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6

018

শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবই সম্পর্কিত সমালোচনার জবাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের বক্তব্য ঃ

বিজ্ঞপ্তি নং-২৪ তাং ১২/৩/৮৭ ইং, ২৭শে ফাল্গুন '৯৩

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় টেকস্টবুক বোর্ডের পাঠ্যবই সম্পর্কে প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা জানানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত টেকস্টবুক বোর্ডের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা ৮৫টি। প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য মুদ্রিত পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি এবং মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য মুদ্রিত পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। টেকস্টবুক বোর্ড দেশের শিক্ষামূলক সর্ববৃহৎ প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও পাঠ্যবই মুদ্রণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন প্রেস নেই। বোর্ডের তালিকাভুক্ত দুই শতাধিক প্রেসে প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই মুদ্রিত হয়। মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত প্রকাশকগণ। কোন এক শ্রেণীর একটি পাঠ্যবই একাধিক প্রেসে ছাপা হয়। সব প্রেসের ছাপার মান সমান উন্নত নয়। প্রধানতঃ এই কারণে সতর্কতা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে মুদ্রণজনিত ভুল ঘটে থাকে। দেশের বিশিষ্ট লেখক, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হয়। পাঠ্যবই সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর ভুলত্রুটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট লেখক ও সম্পাদকদের মতামত চাওয়া হয়েছে এবং তাঁদের মতামত পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা সম্পর্কে লেখক ও সম্পাদকদের দ্বিমত পোষণের অবকাশও আছে। বোর্ড যথাসময়ে প্রকাশকদেরকে পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করা সত্ত্বেও প্রকাশকদের দ্বারা মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ দেরীতে শুরু করার কারণেও ভুলত্রুটি ঘটে থাকে।

উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর নিয়মানুযায়ী বোর্ডের পাঠ্যবই মুদ্রণের পূর্বে বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদকদের দ্বারা পুনঃ পরীক্ষা, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তত্ত্বগত ও তথ্যগত ভুল সংশোধন করা হয় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যাদি সংযোজন করা হয়।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যবই তিনটির উপযোগিতা যাচাই করে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উল্লেখিত তিনটি পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তে ১৯৮৮ শিক্ষাবছর থেকে "সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" নামে নতুনভাবে পৃথক তিনটি পাঠ্যবই প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যবই সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার প্রেক্ষিতে উক্ত পাঠ্যবই পুনঃ পরীক্ষা করে পুনর্লিখন বা সংকলনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সদস্য (টেকস্টবুক উৎপাদন ও বিতরণ)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড, ঢাকা।

ডি,এফ,পি,-(স) ৬৬৫৩(৫)(১২-৩) স—৮৮৭